বাংলাদেশ ফরম নং ১০৪১

নীলামের ঘোষণাপত্র।

(৪৬ বিধি দেখুন)

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৪৪ বিধি অনুসারে, পার্শ্বে (১) লিখিত সার্টিফিকেটমত সার্টিফিকেটধারীর (১) ১৯ সালের নং সার্টিফিকেট তদানুসারে দাবী যাহা নীলামের তারিখ পর্যন্ত খরচা ও সুদসমেত টাকা পরিশোধের জন্য এতদসংলগ্ন তফসীলে সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেটমত খাতক। উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মৎকর্তৃক আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিক্রয় প্রকাশ্য নীলামের দ্বারা হইবে, এবং তফসীলে নির্দিষ্ট লাটসমূহে বিভক্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। নিম্নের তফসীলের উল্লেখানুসারে উপরিলিখিত সার্টিফিকেটমত খাতকের সম্পত্তিই বিক্রীত হইবে। বিক্রয় স্থগিতের কোন আদেশ না থাকিলে, কর্তৃক মাসিক নীলামে ঐ বিক্রয়কার্য্য হইবে এবং উহা তারিখে স্থানে ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে। কিন্তু কোন লাটে হাতুড়ির ঘা পড়িবার পূর্বে উপরিনির্দ্দিষ্ট ঋণ ও নীলামের খরচ দিতে চাহিলে বা দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করা হইবে।

নীলামে, সাধারণতঃ সর্বসাধারণকে স্বয়ং বা যথারিতি নিযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা ডাকিবার জন্য আহ্বান করা হয়।

নীলামের আরও নিয়মসমূহ নিম্নে লিখিত হইতেছে—

১ নিম্নের তফসীলে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিবরণ সকল সার্টিফিকেট কর্মচারীর জ্ঞানমত লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এই ঘোষণাপত্রের কোন ভুল, বিজ্ঞপ্তি বা কোন বিষয়ে যা লেখার জন্য সার্টিফিকেট কর্মচারী দায়ী হইবেন না;

২। যে পরিমাণে ডাক সকলের বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা নীলাম পরিচালনকারী কর্মচারী কর্তৃক নিরূপিত হইবে; কত টাকার ডাক হইয়াছে কিম্বা কে ডাকিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লাট পুনরায় নীলাম করা হইবে;

৩। যাঁহার ডাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে তিনিই লাটের ক্রেতা বলিয়া ঘোষিত হইবে, তবে আইনানুসারে উঁহার ডাকিবার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং যে মূল্য দিতে স্বীকার করা হয় তাহা যদি স্পষ্টতঃ এত অল্প বোধ হয় যে সর্ব্বোচ্চ ডাক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত তাহা হইলে নীলামকারী কর্মচারী উঁহার বিবেচনানুসারে উহা গ্রহণ করিতে অস্বী . করিতে পারিবেন;

৪। লিখিত কারণ হেতু নীলামকারী কর্মচারী তাহার বিবেচনানুসারে নীলাম স্থগিত রাখিতে পারিবেন, তবে উহা সকল সময়েই বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক ১৯১৩ সালের আইনের ২ তফসীলের ৫০ বিধির ব্যবস্থার অধীন হইবে;

৫। অস্থাবর সম্পত্তির সম্বন্ধে প্রত্যেক লাটের মূল্য, নীলামের সময়ে কিম্বা উহার পরে যত শীঘ্র নীলামকারী কর্মচারী নির্দ্দেশ করেন তত শীঘ্র দিতে হইবে; এবং মূল্য প্রদত্ত না হইলে, ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে চড়াইয়া পুনর্বিক্রীত হইবে;

৬। স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে, ক্রেতা বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি উক্তরূপ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উঁহার পণের শতকরা ২৫·০০ টাকা নীলাম পরিচালনকারী কর্মচারীর নিকট আমানত করিবেন, এবং এই টাকা আমানত করিতে ত্রুটি হইলে, এ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনরায় নীলামে চড়াইয়া পুনর্বিক্রীত হইবে;

৭। পণের সমস্ত টাকা সম্পত্তি নীলামের পঞ্চদশ দিবসে, নীলামের দিন ছাড়া সার্টিফিকেট কর্মচারীর অফিস বন্ধ হইবার পূর্বে ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত হইবে কিম্বা ঐ পঞ্চদশ দিবস রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন হইলে ঐ পঞ্চদশ দিবসের পর যে দিন প্রথম অফিস খুলে সেই দিন প্রদত্ত হইবে;

৮। অনির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণের অবশিষ্ট টাকা প্রদত্ত না হইলে, নীলামের নতুন নোটিশ দিয়া ঐ সম্পত্তি পুনর্বিক্রীত হইবে। সার্টিফিকেট কর্মচারী উচিত মনে করিলে, ঐ আমানতি টাকা, নীলামের খরচা পরিশোধ করিয়া, গভর্ণমেন্টে বাজেয়াপ্ত হইবে; এবং ত্রুটিকারী ক্রেতা ঐ সম্পত্তিতে বা যে টাকায় উহা পরে বিক্রীত হইতে পারে সেই টাকার কোন অংশে সমস্ত দাবী হারাইবেন।

আমার স্বাক্ষর ও মোহরের দ্বারা অদ্য ১৯ সালের মাসের দিবসে প্রদত্ত হইল।

সার্টিফিকেট কর্মচারী।

সম্পত্তির তফসীল।

লাটের নম্বর।	বিক্রয় সম্পত্তির বিবরণ, একাধিক সার্টিফিকেটমত খাতক থাকিলে প্রত্যেক মালিকের নামের সহিত।	বিক্রয় সম্পত্তি গভর্ণমেন্টে রাজস্ব প্রদায়ী কোন এষ্টেটের বা এষ্টেটের অংশের কোন স্বত্ব হইলে, ঐ ষ্টেট বা উহার অংশের উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয়।	সম্পত্তিতে কোন দাবী করা থাকিলে সেই দাবী এবং উহার প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে অন্য কোন জ্ঞাত বিশেষ বিবরণ।
১	২	৩	৪

জিপিপিডি—শাখা-৪—১০২৫/৯৬-৯৪/(স)—২৮-০২-৯৪—১২,০০,০০০।